থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

THESPIAN

MAGAZINE

An International Refereed Journal of Inter-disciplinary Studies

Santiniketan, West Bengal, India

DAUL A Theatre Group©2013-15

Editor

Bivash Bishnu Chowdhury

Title: On Contemporary Theatrical Practices [*Samakalin Natyacharcha Bishoie*]

Author(s): Selim Al Deen

Translation(s): Arnab Chatterjee

DOI: https://doi.org/10.63698/thespian.V3.2.0103

Published: 23 December 2015

On Contemporary Theatrical Practices © 2015 by Arnab Chatterjee is licensed under CC BY-NC 4.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Yr. 3, Issue 6, 2015

Autumn Edition
September-October

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

সমকালীন নাট্যচর্চা বিষয়ে

---- সেলিম আল দীন

জাতীয় মূল্যবোধ তৈরীতে নাটকের ভূমিকা পরোক্ষ। রাজনৈতিক সুস্থিতি অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দের সাথে যুক্ত হয়েই একটি জাতির সংস্কৃতির প্রানকোষ নির্মাণ করে এরকম একটি শিরোনামের মধ্যে – কাজেই যথার্থের বদল মেলে নাট্যকর্মীদের অহংকারের আভাস এবং হয়তো খানিকটা ভ্রান্তিও কারন আমি এক্ষেত্রে নাটকের ভূমিকা পরোক্ষ – একথা বলেছি।

কিন্তু কেন।

রাজনৈতিক নৈরাজ্য ও অর্থনৈতিক দুর্দশার মধ্যে এর উত্তর আছে। এই জনপদে উন্নততর জীবন – জীবনের আকাঙ্কা আজ নি:শেষিত। যে বিপুল নির্মাণের প্রতিশ্রুতি ছিল – তরুণ গেরিলার হাতের গ্রেনেডে – আজ তা নির্জীব স্প্লিন্টারমাত্র। রাজনীতিবিদদের খামখেয়ালীপনা – বাচালতা – সমাজ বিপ্লবের উদ্ভট অবাস্তব খোয়াব এবং স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্র বাঙালী জাতীয়তাবাদের অস্তিত্বকে সঙ্কটাপন্ন করেছে। যুদ্ধের আগে যে জাতির হাতে ছিল বিপ্লবের উজ্জ্বল অস্ত্র – যুদ্ধের পর সেই জাতির হাতে দেখেছি ভিক্ষার নোংরা ঝুলি।

এক বিস্তারিত ঐতিহ্যের অধিকারী এক জাতিকে এভাবে আত্মসম্মান বিক্রি করতে আর কোথায় দেখা গেছে। আমার কাছে বাঙালির ইতিহাস ও গৌরবের তুলনায় সমকালীন যুগটাকে মনে হয় দু:স্বপ্নের দিন।

তবু আমি বিশ্বাস করি – ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের নাট্যচর্চা বাংলাদেশের রাজনীতির চেয়ে সুস্থ – অর্থনীতির চেয়ে অধিক গতিশীল।

কারণ বাংলাদেশী নাট্যচর্চা শুরু থেকেই ইতিহাস ও ঐতিহ্য সচেতন। আমি নিশ্চিত – বাংলাদেশের মঞ্চগুলো বাঙালি জাতির আত্মবিশ্বাস নির্মাণ কেন্দ্র। আর তা স্বাধীনতা যুদ্ধের চেয়ে কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেননা – রিলিফ গ্রহণে উদগ্রীব এই জাতি এই নাট্যচর্চায় প্রত্যক্ষ করেছে যে – এ জাতির নিজস্ব জীবনবোধ এবং ভাষা আছে। তার চরিত্র আলাদা। ভুল শুদ্ধ সব মিলিয়ে জাতি প্রত্যক্ষ করছে যে – তাদের নিজস্ব নাটক তৈরী হচ্ছে। ব্যাপক আকারে বিদেশী অনুপ্রবেশ বন্ধ করেছে। বিগত একশ বছরে বাংলা নাটকের মূল দুর্বলতা এইখানে যে – নাটকে যতটা না

রাজনৈতিক সমস্যা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে – ততোটা তাকে শিল্পগুন মণ্ডিত করার চেষ্টা করা হয়নি। মধুসুদনের নাট্য সফলতা শুধু প্রহসন দুটির সাফল্যে নিবদ্ধ থাকলো। রবীন্দ্রনাথই এই বিষয়ে একমাত্র ব্যতিক্রম – যিনি বাংলা নাটককে সমকালীন বাংলা কবিতার প্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলতে পেরেছিলেন। এ সঙ্গে গিরিশ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও স্মরণীয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাংলা নাটকের ঝোঁকটা সমাজ সমীক্ষার দিকেই শেষ পর্যন্ত রয়ে গেল। নাটকে সমাজ-রাজনীতি থাকবে। কিন্তু কেবল সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার বাহন হবে নাটক এবং ঐ উদ্দেশ্যে একটি অক্ষম হাত কেবলই নাটক লিখে যাবে – এটা অসহ্য।

সবদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় – কাব্যে উপন্যাসে – বাংলা সাহিত্যে যাঁরা তৃতীয় শ্রেণীর ফসল ফলাতে পারতেন – বাংলা নাটকে বারবার তারাই এসেছে প্রথম সারিতে।

ঢাকা ও দূরবর্তী অঞ্চলে ক্রমশ এই সত্য স্পষ্ট হচ্ছে যে – সাহিত্য মূল্য অর্জিত না হলে বাংলা নাটকের মুক্তি নেই। কারণ সাহিত্যমূল্য অর্জন মানে নাটকে শিল্পের সেই সুক্ষ্ম কারুকাজ প্রয়োগ – যার মাধ্যমে নাটক সামাজিক সত্য – রাজনৈতিক সত্য বা ব্যক্তিক অনুভূতিকে স্পষ্ট এবং সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারে। শিল্পগুণে যা ঋদ্ধ নয় – বক্তব্য প্রকাশে তা ঋদ্ধ হয় কি করে। কাজেই গোষ্ঠীগুলোর নাটকের লক্ষ্য রাজনৈতিক হলেও আপত্তি নেই – যদি দেখা যায় তাতে নাটকের শিল্পসম্মত রূপ বজায় রয়েছে। এই সতর্কতা ও এবং শিল্পবিবেচনা আজ বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় নিতান্ত প্রয়োজন।

নাটক জাতীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে পারে পরোক্ষভাবে। পরোক্ষভাবে জাতীয় মূল্যবোধ সৃষ্টির অর্থ এই যে – জনতার স্পর্শ ধন্য এমন নাটক আমাদের চাই – যার সাহিত্যমূল্য ও মঞ্চমূল্য হবে আমাদের অহঙ্কার। যদি বলা হয় রবীন্দ্রনাথ বাঙলা ভাষাভাষীদের বিশ্বাস ও অহঙ্কার নির্মাণ করেছেন – তার অর্থ দাঁড়ায় যে – বিশাল রবীন্দ্র সাহিত্যের মাধ্যমে একটি জনপদ তার আত্মাকে যেমন আবিষ্কার করেছে তেমনি তা এই অহঙ্কার ও বিশ্বাসের বীজ বপন করেছে যে – বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পৃথিবীর কোনো ভাষা ও সাহিত্য থেকে ন্যুন নয়। জাতিকে বাঁচতে হলে চাই তার বিশ্বাসের দৃঢ়তা। এই জনগোষ্ঠীর জন্য আজ তার বড় বেশি দরকার। প্রত্যক্ষভাবেও নাটক জাতীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু কীভাবে। এই জনপদকে আত্মবিস্তৃতি থেকে উদ্ধারের মাধ্যমে। ইতিহাস ও বিপ্লবকে ধারণ করার মাধ্যমে। কিংবা নাট্যকর্মীদের রাস্তায় নেমে নাট্যচর্চা বাদ দিয়ে স্লোগান প্রদানের মাধ্যমে। সবদিক থেকে ঘুরে ফিরে একই উত্তর আসে – না। এ হয় না। নাটকের ভূমিকা শিকড়ে। রাজনীতির ভূমিকা শাখায় পাতায় এবং ফুলে। সম্পর্কের অবিচ্ছেদ্যতা স্বীকার

করেও বলবো – দুইয়ের কাজ এবং রূপ ভিন্ন। নাটকের মাধ্যমে জতীয় মূল্যবোধ সৃষ্টির রাজনীতি ও সামাজিক প্রক্ষাপটকে বাদ দিয়ে নয় – কিন্তু কেবল রাজনীতি ও সামাজিক প্রেক্ষাপট মাত্রই নাটকের উপজীব্য নয় এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই গ্রুপ থিয়েটারকে কাজ করতে হবে।

৭২ থেকে ৭৭ সাল – দীর্ঘ পাঁচবছরে এই বিশ্বাসকে বিভিন্ন গোষ্ঠী নানাভাবে লালনও করেছে। কিন্তু নাট্যচর্চার একটি আলাদা স্রোত ইতোমধ্যেই বইতে শুরু করেছে। সে স্রোতের প্রবলতা না থাকুক – বহমানতা আছে।

আমি অনুবাদ বা ভাবানুবাদ নাটকের কথা বলছি।

একথা ঠিক যে – সব গ্রুপ থিয়েটারই নিজেদের লেখা নাটক নিয়ে মঞ্চে নামতে পারেন না। এজন্য তারা বিদেশী নাটকের সরাসরি অনুবাদ এবং ভাবানুবাদ মঞ্চস্থ করছেন। মৌলিক নাটকের শুলভতা নেই – কিন্তু তাকে আন্তরিকভাবে অতিক্রম করার চেষ্টার মধ্যেই আজকের জাতীয় মূল্যবোধের নির্মাণ নিহিত। নাটক করতেই হবে – যে-কোনো রকম নাটক – যে-কোনো দেশের নাট্যচর্চায় – এই বিশ্বাস ও আবেগ জাতির সংস্কৃতির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। যেভাবেই হোক বাংলাদেশের নাটকে শুধু নিজেদের জীবন ওজন পদকেন্দ্রিক নাটক মঞ্চস্থ করবো এই প্রতিজ্ঞা কয়টি গ্রুপ থিয়েটারের আছে। যাঁদের আছে তাঁরা যে সফলকাম হন তার নজিরওতো আছে।

অনুবাদ ও ভাবানুবাদের মাধ্যমে মঞ্চের চেহারা পাল্টানো যায় – কিন্তু বাংলা নাট্যসাহিত্য যে দুশ বছর ধরে মঞ্চ সফলতার প্রতারণা খেয়ে সটান শব হয়ে আছে – তার কি ব্যবস্থা হবে। তাতে বাংলাদেশের নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টির কতটুকু সম্ভাবনা তৈরি হবে। আজ এই কথা তরুণদের স্পষ্ট করে জানতে হবে – না এ চলবে না। জাতির আত্মবিশ্বাসের দালান ধার করা ইটে তৈরি করার প্রয়াস বন্ধ হোক। আজ জাতিকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করতে হবে। শিকড়হীন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিকরা কি করছেন আমরা তার থোড়াই তোয়াক্কা করি। আমরা চাই বাংলাদেশের মঞ্চ ও বাংলাদেশের রাস্তাগুলো নিজস্ব ভঙ্গিতে নেচে উঠুক। নেচে উঠুক নিজস্ব সম্পদের গৌরবে। সবগুলো দল এই সত্য অনুধাবন করুক যে – নিজের হাতে বাঁধা রাস্তাতেই একটি জাতিকে চলতে হয় – অন্যকারো রচিত পথে নয় – উপলব্ধি করুক – নাটক তার আনন্দ নাটক তার জীবনের নবনির্মাণ।

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

On Contemporary Theatrical Practices

---- Selim Al deen

Translated by *Arnab Chatterjee,* Assistant Professor of English, Harishchandrapur College, Pipla, Malda, W.B., India.

Drama plays an indirect role in creating national values. Political stability and economic prosperity lead to the formation of the nucleus of the culture of a nation. Conspicuous changes are perceptible in the pride of the theatre practitioners and this is, perhaps, to a certain extent, erroneous as I have talked about the indirect role of drama in this respect.

But why?

The answer lies in the political chaos and poor economic condition. This mass can hardly think of a better life and there is no aspiration among them. The promise of development has been rendered into only an unanimated spinster in the hand of young gerrila. The Bengali sense of nationalism is at stake due to the callousness and hollow eloquent rhetoric of the political leaders, the absurd impractical dream of social revolution and autocratic dictatorship. The nation which had the luminous weapon of revolution before the war has now the foul bag of a beggar in hand.

Nowhere, we see a nation selling self-esteem in spite of having such a rich heritage. The present age seems to me an age of nightmare rather than an era of Bengali history

and glory.

Yet I believe that from 1972 to 1977 theatrical practices in Bangladesh are better than politics and more dynamic than economic condition.

Theatrical practices in Bangladesh are aware of history and tradition from its genesis. I am sure that the stages of Bangladesh are the centres for the creation of Self-confidence of the Bengali nation. This is no less important than the war of independence. This nation is keenly interested in relief and it has realized that it has its own understanding of life and language. Its character is different. Above all, this nation has observed that their original drama is in the process of formation. To a large extent the intrusion of foreign culture has been stopped. Since the last hundred years the primary weakness of Bengali drama lies in its emphasis on upholding the social and political problems rather than artistic qualities. Madhusudan's success in drama is only due to two farces. The only exceptional figure in this respect is Rabindranath who was able to make contemporary Bengali drama competent to Bengali poetry. In this context, it is perhaps worthy to remember Girish and Dijendralal Roy. But Bengali drama is ultimately inclined towards social scrutiny. Drama will address society and politics. That drama will be the only vehicle for upholding political and social problems and with these objectives an unable hand will write plays is intolerable.

Judging from all perspectives it has been noticed that those whose poetry and novels have been categorized as third grade literature have come to the frontline in drama.

In Dhaka and also in remote areas one thing is made clear- Bengali drama will not be liberated without achieving artistic value. The achievement of artistic value implies that

deployment of those subtle artistic techniques are necessary through which drama can clearly and beautifully bring out social truth, political truth or individual feelings. How can there be anything rich in expression of language which is not artistically rich? There is no objection to the political goal of the theatre groups if it is found that the plays maintain artistic form. Today this consciousness and artistic considerations are utterly needful in the theatrical practices of Bangladesh.

Drama can create national values indirectly. The formation of national values connotes that we need such plays which will ouch the heart of the audience. The literary value and stage success of these plays will be our pride. If it is said that Rabindranath has shaped the confidence and belief of the Bengali nation, then it means that a nation has discovered its soul through the huge bulk of Rabindra literature and it has sown the seed of pride and confidence that Bengali language and literature is no less than other languages and literatures in the world. Any nation needs determination of confidence in order to survive. This mass is desperately in need of this. Drama can also shape national values directly. But how? This may happen through saving the mass from forgetting its own self and by endorsing the history and revolution or giving slogans on road instead of practicing drama. Judging from all sides the only answer is no, this cannot happen. The role of drama is in root. The role of politics is in branches, leaves and flowers. Admitting the inseparable relationship between the two, I think the function and nature of the two are different. The formation of national values through drama cannot be possible cancelling out politics and social context. But the group theatre should work through this confidence that drama will not be merely based on politics and social issues.

From the year 72 to 77 different groups have nourished this belief. But in the meantime a different trend is found in dramatic practices. That trend is not powerful but dynamic. I am talking about translated or transcreated plays.

This is true that all group theatres cannot stage plays written by themselves. For this reason, they are staging plays translated and transcreated versions of the foreign plays. There is a dearth of original drama but the formation of national values lies in the attempt to transcend that. The belief and impulse of staging any kind of play is harmful to a nation. In the history of drama of Bangladesh there are certain group theatres who promise to stage plays based on their life-world. There are examples that those who promise this become successful.

Changes on stage also take place through translation or transcreation. But what will be the measures for the Bengali drama which has been deceived of success on stage for the last two hundred years and reached a dead situation? The young generation is to be informed that this can go on no longer. The attempt to construct a building of confidence with indebted brick has to be stopped. The nation is to be helped to stand on its own foot. We care a fig for what the rootless political, economic and social theorists are doing. We want the stages and roads of Bangladesh dancing with their own style. These are to dance in pride of their own treasure. All groups are to realize that they have to walk on their self-made road, not constructed by others. Theatre is their joy and representation of life.